প্রথম আলো

তারিখ ঃ 5 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধন ফি ও তহবিলের পরিমাণ কমছে

মোশতাক আহমেদ ●

নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও প্রিপারেটরি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন ও নিবন্ধন ফি কমছে। সংরক্ষিত তহবিলে টাকা রাখার পরিমাণও কমছে। বিদ্যালয়ের ভূমিসহ অন্য কিছু শর্তও শিথিল করা হচ্ছে।

এসব বিষয় নির্ধারণ করে এ-সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) এম এম নিয়াজউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, খুব তাড়াতাড়ি বিধিমালাটি সংশোধন করা হবে। এ জন্য একটি কমিটি কাজ করছে।

বিধিমালা সংশোধন

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে বিধিমালা সংশোধন করে আইনি যাচাইয়ের (ভেটিং) জন্য সেটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ফেরত আসার পরপরই সংশোধিত বিধিমালা জারি করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অনুমতির জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে মহানগর ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়ের জন্য দুই হাজার টাকা, জেলা সদরের জন্য এক হাজার ও উপজেলা সদরসহ অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০০ টাকা। বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী, এই টাকা নির্ধারিত আছে যথাক্রমে পাঁচ হাজার, তিন হাজার ও দুই হাজার টাকা।

প্রাথমিক অনুমতির পর বিদ্যালয়ের অস্থায়ী নিবন্ধন ফি হবে মহানগর ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে তিন হাজার টাকা, জেলা সদরের জন্য দুই হাজার ও উপজেলা সদরসহ অন্যান্য এলাকার জন্য এক হাজার টাকা। বর্তমানে এই ফি আছে যথাক্রমে ছয় হাজার, চার হাজার ও তিন হাজার টাকা। আর স্থায়ী নিবন্ধন ফি হবে মহানগর ও অন্যান্য বিভাগীয় শহর এলাকায় আট হাজার টাকা, জেলা সদরের জন্য ছয় হাজার ও উপজেলা সদরসহ অন্যান্য এলাকার জন্য চার হাজার টাকা। বর্তমানে আছে যথাক্রমে ১২ হাজার, আট হাজার ও ছয় হাজার টাকা।

নতুন নিয়মে সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখতে হবে মহানগর এলাকায় ৫০ হাজার, জেলা সদরে ৩০ হাজার, উপজেলা সদর ও পৌরসভায় ২৫ হাজার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকা। বর্তমানে এই টাকা আছে যথাক্রমে এক লাখ, ৭৫ হাজার, ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা।

সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আগের মতোই মহানগর এলাকার বিদ্যালয়ের জন্য কমপক্ষে ৮ শতাংশ, পৌর এলাকায় ১২ শতাংশ ও অন্যান্য এলাকার জন্য কমপক্ষে ৩০ শতাংশ জমি লাগবে। এটি ভাড়া বা নিজস্ব জমি হতে পারে। এ জমিতে ন্যূনতম তিন হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি ভবন এবং কমপক্ষে ছয়টি কক্ষ থাকতে হবে। তবে বিদ্যমান বিদ্যালয়ের ভূমির পরিমাণ ৮ শতাংশের কম হলে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে তা বহাল রাখা যাবে। বর্তমান বিধিমালায় এই সুযোগটি নেই।

গত বছরের আগস্টে দেশের সব বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও প্রিপারেটরি বিদ্যালয়গুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য সরকার 'বেসরকারি প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০১১' জারি করে।

এই বিধিমালা অনুযায়ী, সব কিন্ডারগার্টেনের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই বিধিমালা জারি করার পর কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর বিভিন্ন সংগঠন বিধিমালা সংশোধনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তারা কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে সহজ শর্তে নিবন্ধনের দাবি জানিয়ে আসছে। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধিমালা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়।